তারিখ 19 APR 2017
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

সংবাদ

ময়মনসিংহ শিক্ষা প্রকৌশল অফিস

২০ কোটি টাকার জালিয়াতি

সব কাজেই ঘুষ ও কমিশন

রাকিব উদ্দিন

৩২টি স্কুল ও কলেজের উন্নয়নমূলক কাজের প্রায় ২০ কোটি টাকার দরপত্র জালিয়াতিসহ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতরের (ইইডি) ময়মনসিংহ আঞ্চলিক অফিসে ব্যাপক অনিয়ম, সরকারি অর্থের যথেচ্ছ ব্যবহার, ভুয়া বিল-ভাউচারে ভ্রমণ ভাতা নেয়ার প্রমাণ পেয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এগুলোর মধ্যে ১৩টি প্রতিষ্ঠানে প্রায় ১৩ কোটি টাকা এবং ১৯টি প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৭ কোটি টাকার উন্নয়ন কাজের দরপত্র প্রদানে কোন ধরনের নিয়মকানুনের তোয়াক্কা করা হয়নি। পছন্দের ঠিকাদারদের কাজ ভাগ-ভাটোয়ারা করে দেয়ারও প্রমাণ মিলেছে। ঠিকাদারি কাজে অনৈতিক কমিশনের লেনদেনেরও তথ্য মিলেছে।

এছাড়া সংস্থার ময়মনসিংহ জোন (অঞ্চল) অফিস সৃষ্টির পর ২০১৫-২০১৬ সাল পর্যন্ত ৩৩টি অডিট রিপোর্ট অমীমাংসিত রয়েছে। মীমাংসিত অডিটের কোন রেকর্ডপত্রও নেই। সংস্কার কাজে ব্যবহার করা নির্মাণ সামগ্রীর মান যাচাইয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করার প্রমাণ পেয়েছে অডিটকারীরা।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ অডিট সেলের নিরীক্ষা প্রতিবেদনে এ তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। ২০১৩-২০১৬ অর্থবছরের এ অডিট নিরীক্ষা প্রতিবেদনে বলা হয়, ইইডির ময়মনসিংহ জোন অফিসের বিল রেজিস্টার, বরাদ্দ রেজিস্টার, বিলা ভাউচার, ক্যাশবহি, আয়কর ও ভ্যাট, জামানত রেজিস্টারসমূহ সরকারি নিয়ম মোতাবেক ও সরকারি প্রফরমা অনুযায়ী সংরক্ষণ করা হয়নি। ক্যাশবহি থাকলেও তা ব্যবহার করা হয়নি। ব্যাংকের স্টেটমেন্ট দেখানো হয়নি। আয়কর ও ভ্যাট রেজিস্টার থাকলেও তা যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হয়নি।

ময়মনসিংহ অঞ্চলের অডিট প্রতিবেদন ও বিভিন্ন অনিয়মের ব্যাপারে জানতে চাইলে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতরের প্রধান প্রকৌশলী দেওয়ান মো. হানজালা সংবাদকে বলেন, 'অডিট প্রতিবেদনটি আমার হাতে এসেছে। আমি সেটি পড়ে দেখছি। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

এসব বিষয়ে জানতে চাইলে ইইডির ময়মনসিংহ অঞ্চলের নির্বাহী প্রকৌশলী ইউসুফ আলী সংবাদকে বলেন, 'আমি ছয়টি অডিট আপত্তি পেয়েছি, এগুলো পরে নিষ্পত্তিও করা হয়েছে। অন্য অডিট আপত্তি ও অনিয়মের সম্পর্কে ২০ কোটি : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

২০ কোটি : টাকার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আমি কিছু জানি না। কারণ আমি এখানে যোগদান করেছি ২০১৫ সালের আগস্টে। এর আগের অডিট আপত্তি ও অন্যকিছুর দায়িত্ব আমি নেব না।'

তিনি জানান, তার আগে ময়মনসিংহ অঞ্চলে দীর্ঘদিন নির্বাহী প্রকৌশলীর দায়িত্বে ছিলেন দেলোয়ার হোসেন। তিনি পদোন্নতি পেয়ে এখন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী। তার অনেক আগে এখানে দায়িত্বে ছিলেন আবদুস সালাম।

১৩ কোটি টাকার কাজে দুর্নীতি : খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ইইডির ময়মনসিংহ অঞ্চল থেকে ২০১১ সালের শেষের দিকে মোট ২৪টি প্যাকেজে দরপত্র আহ্বান করা হয়। এতে মোট দরপত্র গৃহীত হয় ১১১টি (প্রতি প্যাকেজে ৪ থেকে ৫টি)। কিন্তু ওই অঞ্চলের দায়িত্বে থাকা প্রকৌশলীদের সঙ্গে যোগসাজশে তিনজন ঠিকাদার ১৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কাজ ভাগিয়ে নেয়। কাউকে শিডিউল কিনতে দেয়া হয়নি। ১৩টি প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কাজের প্রাক্কলিত মূল্য প্রায় ১৩ কোটি ১১ লাখ টাকা। প্রকৌশলীদের যোগসাজশে নিয়মবহির্ভূতভাবে কাজ পাওয়া তিন প্রতিষ্ঠান হলো- এমএস এন্টারপ্রাইজ, মেসার্স সপ-ইন-ট্রেড ও মেসার্স মাহবুব এন্টারপ্রাইজ।

১৯ প্যাকেজের কাজ ভাগ-ভাটোয়ারা : ২০১১ সালের ১ ডিসেম্বর মোট ১৯টি প্রতিষ্ঠানে ১৯টি প্যাকেজে সংস্কার কাজের দরপত্র আহ্বান করা হয়। এতে দরপত্র গৃহীত হয় ১০৮টি। কিন্তু ঠিকাদারদের সঙ্গে সঙ্গে যোগসাজশে তিন প্রতিষ্ঠানকেই দেয়া হয় ১৬টি প্যাকেজের কাজ। এতে এমএস এন্টারপ্রাইজ ১০টি, সপ-ইন-ট্রেড চারটি এবং মেসার্স মাহবুব এন্টারপ্রাইজ, আকুয়া মাদ্রাসা কোয়ার্টার দুটি প্যাজেকের কাজ পায়।

ভবন নির্মাণে নিম্নমানের উপকরণ ব্যবহারের বিষয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, একজন উপ-সহকারী প্রকৌশলী সিডিউলে বর্ণিত ৬০ গ্রেড লোহা না লাগিয়ে ৪০ গ্রেড লোহা লাগানোর বিষয়ে রাজি না হওয়ায় ময়মনসিংহের নির্বাহী প্রকৌশলী ভাড়াটে মাস্তান দিয়ে ওই প্রকৌশলীকে নাজেহাল করা হয়। পরে ওই উপ-সহকারী প্রকৌশলী তদবির করে অন্যত্র বদলি হয়ে যান।

অডিট প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, সংস্থার আঞ্চলিক কার্যালয়টিতে ভ্রমণ ভাতার রেজিস্টার যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়নি। পরিদর্শনকালে বিলের সঙ্গে ভ্রমণ প্রতিবেদন ও পরিদর্শন রিপোর্ট সংযুক্ত পাওয়া যায়নি। কর্মকর্তারা জোন সৃষ্টি থেকে হালনাগাদ অকেজো মালামাল ও সার্ভে রিপোর্ট সংক্রান্ত কোন নথিপত্র/রেজিস্টার দেখাতে পারেনি। এছাড়াও কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে স্টক রেজিস্টার, আসবাবপত্র ও জামানত রেজিস্টারে ব্যাপক গাফিলতির প্রমাণ মিলেছে অডিট প্রতিবেদনে। বিল ভাউচারের সঙ্গে স্টক রেজিস্টারে কোন মিল পাওয়া যায়নি। আসবাবপত্র ক্রয় ও বিতরণের রেজিস্টার দেখাতে পারেনি কর্মকর্তারা। মালামাল গ্রহণ, বিতরণ ও ফেরতের রেজিস্টারটি ২০০০ সালের পর ব্যবহার করা হয়নি। ঠিকাদারের জামানত সংরক্ষণ ও ফেরতের কোন রেজিস্টার নেই ইইডির ময়মনসিংহ অঞ্চলে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং
তারিখ
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর